প্রথম আলো

তারিখ ... 28 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা 6 ... কলাম ... 6 ...

বছরের প্রথম দিনই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে নতুন বই। তাই বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এসেছেন বই নিতে। তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুন বই। ছবিটি গতকাল পাবনা সদরের রাধানগর ইছামতী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তোলা ● হাসান মাহমুদ

পাঠ্যপুস্তক উৎসব
১ জানুয়ারি

মাঠপর্যায়ে বই পাঠানো হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

আসন্ন শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের বিনা মূল্যের ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার ২৪৫টি পাঠ্যবই ছাপার কাজ প্রায় শেষ করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। সংস্থাটির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) রতন সিদ্দিকী গতকাল মঙ্গলবার *প্রথম আলোকে* বলেন, ইতিমধ্যে নতুন শিক্ষাবর্ষের শতভাগ বই ছাপিয়ে মাঠপর্যায়ে পাঠানো হয়েছে। এখন কেবল পাঠ্যপুস্তক উৎসবের প্রতীক্ষা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেছেন, এবারও পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস করে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের হাতে বিনা মূল্যের পাঠ্যবই তুলে দেওয়া হবে। আগামী ১ জানুয়ারি হবে এই উৎসব। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কর্মসূচি হবে রাজধানীর আজিমপুর সরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে। সেখানে উৎসবের উদ্বোধন করবেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। একই দিনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে এমন উৎসব। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, এই উৎসবে প্রধান অতিথি থাকবেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। উৎসবে ঢাকা মহানগরের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত থাকবে।

দুই মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা বলেন, ওই দিন সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ উৎসব পালিত হবে।

এবারই প্রথম প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে ব্রেইল বই দিচ্ছে এনসিটিবি। এনসিটিবির একজন সদস্য বলেন, ব্রেইল বই বেশ আগেই পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া পাঁচটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের নিজেদের মাতৃভাষায় বই দেওয়া হচ্ছে।

এনসিটিবির একজন কর্মকর্তা বলেন, উপজেলা পর্যায়ে বই যাওয়ার পর এখন বিদ্যালয়গুলোকে বই বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এনসিটিবি সূত্র বলেছে, গতবার দেশীয় মুদ্রাকরেরা 'সিন্ডিকেট' করে প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে প্রায় ১০০ কোটি টাকা কম দর দিয়ে বই ছাপার কাজ পান। ফলে চলতি শিক্ষাবর্ষের বইয়ের মান খারাপ হয়েছিল। এ নিয়ে সমালোচনাও হয়। এনসিটিবির কর্মকর্তাদের দাবি, গতবারের চেয়ে এবারের বইয়ের মান তুলনামূলকভাবে ভালো।

২০০৯ সাল থেকে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের সব শিক্ষার্থীকে বিনা মূল্যে নতুন পাঠ্যবই দেওয়া হচ্ছে।